প্রথম আলো

AUG 2008 ৫ ৪

টাঙ্গাইলের সা'দত কলেজের ৩০ পরীক্ষার্থীর ফল স্থগিত

বাইরের উত্তরপত্র সংযোজনের অভিযোগ

গাজীপুর প্রতিনিধি

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুষ্ঠিত টাঙ্গাইলের সরকারি সা'দত কলেজের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের সম্মান দ্বিতীয় বর্ষের ৩০ পরীক্ষার্থীর চূড়ান্ত পরীক্ষার ফল স্থগিত (রিপোর্টেড) করা হয়েছে। গত বছরের ২ ডিসেম্বর টাঙ্গাইলের সরকারি এম এম আলী কলেজ কেন্দ্রে ৭২৮১ নম্বরের বিষয় কোডের ওই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। ৪ আগস্ট সোমবার পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হলে ওই ৩০ পরীক্ষার্থী দেখেন, তাঁদের ফলাফলে রিপোর্টেড লেখা।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ওই সিদ্ধান্তে পরীক্ষার্থীরা হতাশা প্রকাশ করেছেন। তাঁরা দাবি করেছেন, নিয়মমাফিক তাঁরা ওই কেন্দ্রে পরীক্ষায় অংশ নেন। পরীক্ষা শেষে কর্তব্যরত প্রত্যবেক্ষকের কাছে উত্তরপত্র জমা দিয়ে হল ত্যাগ করেন। এ অবস্থায় বাইরে থেকে লিখে এনে উত্তরপত্রে সংযোজন করা অবাস্তব ও অকল্পনীয়।

গত বুধবার ওই পরীক্ষার্থীরা তাঁদের ফলাফল প্রকাশের জন্য লিখিত আবেদন নিয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের সঙ্গে দেখা করেন। শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করেন, সরকারি সা'দত কলেজের অধ্যক্ষ ও প্রাণিবিদ্যা বিভাগের চেয়ারম্যানের সুপারিশ-সংবলিত ওই আবেদন পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় গ্রহণ করেনি; উল্টো তাঁদের পুলিশের ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বদরুজ্জামান মোবাইল ফোনে *প্রথম আলো*কে বলেন, 'উত্তরপত্রের মূল্যায়নকারী শিক্ষকের প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের ফলাফল রিপোর্টেড করা হয়েছে।' পরীক্ষার্থীদের ভয় দেখানোর অভিযোগ তিনি অস্বীকার করেন।

কলেজের শিক্ষার্থীরা জানান, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় থেকে গত ২৫ মে তাঁদের ৩০ জনের কাছে পৃথক চিঠি পাঠানো হয়। এতে 'বাইরে থেকে লিখে এনে মূল উত্তরপত্রের ভেতর সুকৌশলে ঢোকানো হয়েছে' অভিযোগ এনে কেন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে না জানতে চেয়ে চিঠি প্রাপ্তির ১০ দিনের মধ্যে লিখিত জবাব চাওয়া হয়। কলেজের অধ্যক্ষ ও অন্য শিক্ষকদের সঙ্গে পরামর্শ করে তাঁদের প্রত্যেকে যথাসময়ে ওই চিঠির জবাব দেন। এরপরও বিষয়টি ধামাচাপা পড়ে থাকে। এতে তাঁদের শিক্ষাজীবন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

Maitra S.G.-08